কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালার উল্লেখযোগ্য নির্দেশনাবলী:

১.১। কারখানা/প্রতিষ্ঠানের স্ট্রাকচারাল/বৈদ্যুতিক/ফায়ার সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বছরে অন্ততঃ একবার কারখানা/প্রতিষ্ঠানের বিপদ চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকি নিরূপণ করে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে। [ধারা ৬১, ৬২, বিধি ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৮]

১.২। কারখানা/প্রতিষ্ঠানের কোন ভবন বা তার অংশবিশেষ বা তার কোন পথ, যন্ত্রপাতি বা প্লান্ট জীবন ও নিরাপত্তার জন্যে বিপজ্জনক/ঝুঁকিপূর্ণ হলে তা যথাযথভাবে মেরামত বা পরিবর্তন বা সংস্কার না করা পর্যন্ত তা ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। [ধারা ৬১, বিধি ৫৩]

২.১। উপযুক্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত ওয়্যারিং পরিদর্শক বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা কারখানা/প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং করতে হবে। প্রতি ১২ মাসে অন্তত একবার পূর্ণাঙ্গ আর্থিং ও ওয়্যারিং পরীক্ষা করে ফলাফলসহ প্রত্যয়নপত্র সংরক্ষণ করতে হবে এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে। [বিধি ৫৮]

২.২। বিদ্যুতের ব্যবহৃত লোড অনুমোদিত হতে হবে। বৈদ্যুতিক ডি.বি বোর্ড, ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি অগ্নিনিরাপত্তামূলক দেওয়াল ও ইনসুলেশন দিয়ে আলাদা এবং কর্মক্ষেত্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করতে হবে। গোডাউনের ভিতরে কোন বৈদ্যুতিক সংযোগ রাখা যাবে না। জরুরী অবস্থায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করার জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে। [বিধি ৫৮]

২.৩। কারখানা/প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা জীবন ও নিরাপত্তার জন্যে বিপজ্জনক/ঝুঁকিপূর্ণ হলে তা যথাযথভাবে মেরামত বা পরিবর্তন বা সংস্কার না করা পর্যন্ত তা ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। [ধারা ৬১, বিধি ৫৮]

৩.১। কারখানা/প্রতিষ্ঠানের 'ফায়ার ফাইটিং পান' থাকতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত ও বহির্গমন পথের নকশা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। [ধারা ৬২, বিধি ৫৪, ৫৫]

৩.২। কারখানায় কমরত সকলেই যেন জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত নির্গমন করতে পারে সে জন্য নিরাপদ, সহজ এবং জরুরি বহির্গমন পথ রাখতে হবে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রবেশ পথ ও জরুরি বহির্গমন পথসমূহ খোলা রাখতে হবে। [ধারা ৬২, বিধি ৫৪, ৫৫]

৩.৩। সিঁড়িতে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ও আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন সিঁড়িটি ধোঁয়াচ্ছন্ন বা অন্ধকারাচ্ছন্ন না হয়। [বিধি ৫৪(৯)]

৩.৪। বহুতল ভবন বা ভবনের আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোর থাকলে নিরাপদ বহির্গমনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক তলার সাথে সংযুক্ত বিধি মোতাবেক অন্ততঃ দু'টি স্থায়ী সিঁড়ির ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং সিঁড়িগুলির অবস্থা ও অবস্থান, আকার, নির্মাণ উপাদান, আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ইত্যাদি আইন ও বিধির নির্দেশনা অনুযায়ী মানসম্মত রাখতে হবে। [ধারা ৬২, বিধি ৫৪]

৩.৫। কারখানা/প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও সরঞ্জামাদি- ফায়ার এক্সটিংগুইসার, ফায়ার বাকেট, মানসম্মত জলাধার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ফায়ার এলার্ম, হোজরিল নির্দিষ্ট পয়েন্টসমূহে কার্যকর ভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে। [ধারা ৬২, বিধি ৫৪, ৫৫]

৩.৬। প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে ১৮% শ্রমিককে অগ্নি নির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, ও প্রাথমিক চিকিৎসা এবং বহনযোগ্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে আবশ্যিকভাবে প্রশিক্ষিত করার জন্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা এবং নিয়মিতভাবে অগ্নি নির্বাপণ মহড়ার আয়োজন করতে হবে। এ সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। [ধারা ৬২, বিধি ৫৪, ৫৫]

৪। কেমিক্যাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে এবং নির্দেশনাসমূহ মেনে চলতে হবে। এমএসডিএস দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। অতিমাত্রায় দাহ্য পদার্থ, কেমিক্যাল, গ্যাস ব্যবহার করে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে অবশ্যই বিস্ফোরক পরিদপ্তরের সক্ষমতা/নিরাপত্তা সনদ নিতে হবে। [ধারা ৭৯, বিধি ৬৮]

৫। বয়লার/জেনারেটর থাকলে চতুর্দিকে দৃঢ়ভাবে নির্মিত নিরাপত্তা বেষ্টনী রাখতে হবে। [ধারা ৭১, বিধি ৬২]

৬.১। সকল উত্তোলক যন্ত্র (ক্রেন, লিফ্‌ট, হয়েষ্ট এবং এসবের সংযোগকারী সরঞ্জামাদি, যেমন- দড়ি, শিকল ইত্যাদি) যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করাতে হবে এবং উহাদের গায়ে নিরাপদ ভার বহন ক্ষমতা লিপিবদ্ধ করতে হবে। [ধারা ৬৯, বিধি ৬০]

৬.২। ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতির চলমান অংশ পর্যাপ্ত নির্মাণ ব্যবস্থা দ্বারা মজবুতভাবে ঘিরে রাখতে হবে। [ধারা ৬৩]

৭। সকল স্থায়ী আধার, সেইফটি ট্যাংক, জলাধার, কূঁপ, গর্ত বা সুড়ঙ্গ (যদি থাকে), নিরাপদ ঢাকনা বা ঘেরাও করে রাখতে হবে এবং সীমাবদ্ধ স্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সতর্কতামূলক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। [ধারা ৭৩, ৭৭, বিধি ৬৫]

৮। কারখানা/প্রতিষ্ঠানে সেইফটি কমিটি গঠন করতে হবে এবং শ্রমিকদের সেইফটি কমপায়েন্স বিষয়ক যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। [ধারা ৯০ক, বিধি ৮১-৮৫]

৯। প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি (চচউ) সরবরাহ করতে হবে এবং এসবের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। [ধারা ৭৮ক, বিধি ৬৭]

১০। সকল প্রকৃতির দুর্ঘটনা (প্রাণঘাতী, গুরুতর ও সামান্য) এবং বিপজ্জনক ঘটনার বিষয়গুলি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে যথাযথভাবে জানাতে হবে এবং রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। [ধারা ৮০-৮২, বিধি ৬৯-৭৪]

*** উল্লিখিত নির্দেশনাবলী বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর আলোকে প্রণীত

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম সম্পর্কিত হেল্প লাইন
১৬৩৬৭ (টোল ফ্রি)
www.dife.gov.bd

International Labour Organization
Canada
Kingdom of the Netherlands